তারিখ SEP. 05 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

যায়যায়দিন

জালিয়াতি করে দেয়া পদোন্নতি কেড়ে নেয়া হলো ৩৭ শিক্ষকের

ঘুষ খেয়ে তথ্য গায়েব করে দিয়েছিল মাউশির সিন্ডিকেট ■ মহাপরিচালকের দুঃখ প্রকা

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

সরকারি কলেজের ৩৭ শিক্ষককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে এক সপ্তাহ পর সেই পদোন্নতি ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) নিয়মবহির্ভূত এসব পদোন্নতির সুপারিশ করে পরে আবার তা বাতিল করার অনুরোধ জানালে মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যেই সাতজনের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে, বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন।

মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, যোগ্যতা ছাড়াই মেয়াদের আগে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের এসব পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনার জন্য মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিক

তদন্ত করলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত আরো অনেক অযোগ্য শিক্ষকের নাম বেরিয়ে আসবে মাউশি সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির বিভিন্ন সূত্র অভিযোগ করেছে, শিক্ষকদের পদো নিয়ে প্রায় অর্ধকোটি টাকার বাণিজ্য করে নিয়েছেন মাউশির কিছু কর্মকর্তা। পদো প্রক্রিয়ায় জড়িত মাউশির সংশ্লিষ্ট এক সহকারী পরিচালক ও উপপরিচালকের নেতৃ একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট এই বাণিজ্য করে নিয়েছে। টাকা নিয়ে যোগ্যতা যাচাই-বা না করে পদোন্নতি দেয়ায় সরকারি শিক্ষকদের মধ্যেও ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়ে এ ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও পদোন্নতি পেয়ে গিয়েছিলেন।

জালিয়াতি করে দেয়া পদোন্নতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনেক শিক্ষক। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, গত ৩১ জুলাই একযোগে দেশের ৭১৯ কলেজ শিক্ষককে সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে সরকারি কমার্শিয়াল কলেজ এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কিছু শিক্ষকও রয়েছেন। পদোন্নতির জন্য যাবতীয় ফাইল মাউশি থেকে প্রস্তুত করে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটিতে (ডিপিসি) পাঠানো হয়। ডিপিসির অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় পদোন্নতি চূড়ান্ত করে। মাউশি থেকে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো একাধিক চিঠি থেকে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে এমন ৩৭ শিক্ষক রয়েছেন যাদের প্রয়োজনীয় চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হয়নি, কেউ কেউ একাধিকবার বিভাগীয় শাস্তি পেয়েছেন অথবা ফিডার পোস্ট পূর্ণ হয়নি। শূন্যপদ না থাকার পরও পদোন্নতি পেয়েছেন অন্য আরো ৩৭ শিক্ষক। অর্থনীতিতে ৪১টি পদ খালি থাকলেও প্রমোশন হয়েছে ৬৬ জনের।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এ ৭১৯ শিক্ষকের পদোন্নতি দিতে গিয়ে মাউশির দুই কর্মকর্তা সিন্ডিকেট প্রতি শিক্ষকের কাছ থেকে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নিয়েছেন। টাকা নেয়ার পর যেসব শিক্ষকের বিভাগীয় অযোগ্যতা রয়েছে তাদের কম্পিউটার ডাটাবেস থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য মুছে ফেলা হয়। ফলে ডিপিসি মিটিংয়ে অযোগ্যতাগুলো সিনিয়র কর্মকর্তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। অনেক শিক্ষককে অনিয়মের মাধ্যমে পদোন্নতি দেয়ার পর বিষয়টি জানাজানি হলে ডিপিসি অনুমোদন করার পরও আইওয়াশ হিসেবে কিছু শিক্ষকের পদোন্নতি আটকে দেয়া হয়েছে।

তবে মাউশির মহাপরিচালক দিলারা হাফিজ মন্ত্রণালয়কে দেয়া চিঠিতে বলেছেন, কোনো কর্মকর্তা এর আগে পদোন্নতি পেয়েছেন কি না তার রেকর্ডসহ তার সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য ইএমআইএস সেলে রক্ষিত ডাটাবেসের মন্তব্যের ঘরে উল্লেখ থাকে। কিন্তু কিছু কর্মকর্তার নামের পাশে সে ধরনের কোনো তথ্য ছিল না। ফলে এসব কর্মকর্তার ফিডার সার্ভিস পূর্ণ হয়েছে বলে মাউশি ধরে নেয় এবং পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করে।

পদোন্নতির আদেশ জারির পর এই ভুল ধরা পড়ে বলে চিঠিতে দিলারা হাফিজ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ অবস্থায় কর্মকর্তাদের ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় পদোন্নতি দেয়া বিধিসম্মত হবে না। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বাতিলের জন্য অনুরোধ করা হলো। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য মাউশি অধিদফতর দুঃখ প্রকাশ করছে।

তবে মহাপরিচালক চাকরির বয়সসীমা পূর্ণ না হওয়া, ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়া, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বহিষ্কৃত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির মতো ঘটনা ঘটেছে বলে মন্ত্রণালয়ের কাছে স্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে প্রফেসর দিলারা হাফিজ যায়যায়দিনকে বলেন, টাকা নিয়ে পদোন্নতি দেয়ার অভিযোগ মাউশির বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রের অংশ। তিনি জানান, তার কাছে মোট ২৬ জনের পদোন্নতি নিয়ে সমস্যা ছিল বলে একটি তালিকা এসেছিল। এর থেকে যাচাই-বাছাই করে এমআইএস সেলের ত্রুটি ধরতে পেরে সাতজনের পদোন্নতি বাতিল করা হয়েছে। মাউশির এমআইএস সেলে কোনো পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হতো না বলে তিনি জানান। তবে সেল থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেউ ডাটা মুছে দিয়েছিল কি না তা তিনি জানেন না বলে মন্তব্য করেন। তিনি মাউশির পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সৎ ও পরীক্ষিত বলে দাবি করেন। তাদের এখনো শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার জন্য রাজধানীর তিনটি নামি কলেজের মধ্যে টানাটানি চলছে বলেও মহাপরিচালক উল্লেখ করেন। সততার জন্য তিনি তাদের কাছাকাছি রেখে কাজে লাগাচ্ছেন বলেও উল্লেখ করেন। দিলারা হাফিজ দাবি করেন, মাউশির একটি গ্রুপের এ জন্য অসুবিধা হচ্ছে বলে তারা বাজে কথা ছড়াচ্ছে।